দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 04 JUN 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর স্বার্থে

শিক্ষাঙ্গনে শান্তিরক্ষায় সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ছাত্র ও শিক্ষার স্বার্থেই এটা প্রয়োজন বলে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দৃঢ়তার সঙ্গে যে বক্তব্য রেখেছেন তা জাতিকে আশ্বস্ত করবে। গত পরশু শিল্প-কলা একাডেমী মিলনায়তনে শিক্ষাসপ্তাহের জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষাঙ্গনে শান্তিরক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এ ব্যাপারে সরকারের দৃঢ় সংকল্পের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ভবিষ্যতে শিক্ষাঙ্গনে কোন সন্ত্রাস বা হানাহানির সময় সরকার বা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে না, দোষী যেই হোক, শাস্তি তাকে পেতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করার এবং শান্তিরক্ষার ব্যাপারে সরকারের দৃঢ়প্রত্যয় ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তই প্রতিফলিত হয়েছে। এই দৃঢ়প্রত্যয় ও অনমনীয় সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও জাতিকে অধিকতর আশ্বস্ত করবে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও অশান্তি দেশে শিক্ষা—বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পথে এক বড় অন্তরায় এবং সামাজিক শান্তি-শৃংখলারও বিশেষ পরিপন্থী। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই সরকার, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং সমাজের সব মহলের সহযোগিতায় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ ও শান্তিরক্ষা অত্যাবশ্যক। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস অব্যাহত থাকলে, শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হলে শুধু শিক্ষা ও শিক্ষার্থীই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, জাতির উন্নয়ন এবং অগ্রগতিও ব্যাহত হবে, সমাজের শান্তি-শৃংখলা আর গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধও বিনষ্ট হবে। তাই দেশে স্বৈরাচারের পতন, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোসহ সব শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হওয়া, শান্তিরক্ষা এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা আরও জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের ছাত্রসমাজ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এবং স্বৈরাচারের পতন ও গণতন্ত্রের বিজয় ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উত্তরণে যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে, তাতে এটাই প্রত্যাশিত যে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দূর করা এবং শান্তিরক্ষায়ও তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাইমারী শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গণশিক্ষা ইত্যাদি শিক্ষার যে কোন স্তর এবং পর্যায়ই হোক না কেন, তার ব্যাপক ও সফল বিস্তার দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই অপরিহার্য। শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর, দারিদ্র্যপীড়িত এবং জনবহুল আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তো বটেই, মেধা ও প্রতিভার বিকাশ এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা—বিশেষতঃ গণশিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ছাড়া সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্যও গণশিক্ষা দরকার। দেশের সব শিক্ষাঙ্গনেই শান্তি-শৃংখলা ও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা এদিক থেকেও অত্যাবশ্যক। কেননা, শান্তিপূর্ণ ও অনুকূল পরিবেশ ছাড়া কোন স্তর এবং পর্যায়ের শিক্ষাই সফল হতে পারে না। বর্তমান সরকার দেশে শিক্ষার আলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার এবং গণশিক্ষা কর্মসূচী সফল করে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে উদ্যোগও নেয়াহয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সুস্পষ্টভাবে এবং যথার্থই বলেছেন যে, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত জাতি গণতন্ত্রের স্বাদ পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে না। অশিক্ষিত মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ থেকেও থাকে বঞ্চিত। তাই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে জনগণের কাছে অর্থবহ করে তুলতে হলে শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। আর তা সম্ভব শিক্ষাকে গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রীর এই গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এটাই প্রত্যাশিত যে, দেশে গণশিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচীসহ সব ধরনের শিক্ষা-প্রচেষ্টা সফল করে তোলার সার্বিক উদ্যোগ নেয়া হবে, এবং সব মহলের সর্বাত্মক সহযোগিতায় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ-গুলোসহ সব স্তর ও পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার অনুকূল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে। মনে রাখতে হবে, সন্ত্রাস, সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলা সংক্রামকের মত, এবং গোড়াতেই তা প্রতিরোধ করা দেশ ও জাতির কল্যাণকামী সবারই দায়িত্ব।

21